দৈনিক ইনকিলাব
তারিখঃ ১০-০৫-২০২৩ (পৃঃ ০৮)

সাড়ে ৪৪ হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি দিচ্ছে সরকার : ব্রি মহাপরিচালক

বড়াইগ্রাম (নাটোর) উপজেলা সংবাদদাতা : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) মহাপরিচালক ড. শাহজাহান কবীর বলেন, বর্তমান সরকার কৃষি বান্ধব সরকার। সরকার শুধু চলতি মৌসুমে সারে ৪৪ হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি দিয়েছে। সরকারের ভর্তুকি, প্রণোদনা বিতরণসহ বিভিন্ন উদ্যোগের কারণে বর্তমানে দেশে খাদ্য ঘাটতি দূর হয়েছে। বাংলাদেশ এখন খাদ্য উদ্বৃত্ত দেশে পরিণত হয়েছে। গতকাল নাটোরের বড়াইগ্রামের দ্বারিকুশী এলাকায় বোরো মওসুমে একুশে পদক এনে দেয়া ব্রি ধান ৮৯ জাতের শস্য কর্তনের উদ্বোধন শেষে আয়োজিত কৃষক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট রাজশাহী আঞ্চলিক কার্যালয়ের উদ্যোগে ও উপজেলা কৃষি সম্পসারণ অধিদফতরের সহযোগিতায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে রাজশাহী আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রধান এবং প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. ফজলুল ইসলামের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে ছিলেন রাজশাহী কৃষি সম্পসারণ অধিদফতরের অতিরিক্ত পরিচালক শামসুল ওয়াদুদ, রাজশাহী ও নাটোর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের উপ-পরিচালক যথাক্রমে মোজদার হোসেন ও আব্দুল ওয়াদুদ, রাজশাহী আঞ্চলিক কৃষি তথ্য কর্মকর্তা আব্দুল্লাহিল কাফি, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. হারুন অর রশিদ, পুঠিয়া উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা স্মৃতি রাণী সরকা ও উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শারমিন সুলতানা, ব্রি-৮৯ ধান চাষী মোফাজ্জল হোসেন ও রবিউল করিম কালু বক্তব্য রাখেন।

Sangbad Online
সংবাদ

তারিখঃ ১০-০৫-২০২৩ (পৃঃ ০৭)

বঙ্গবন্ধু ধান ১০০ এর বাম্পার ফলন

<u>প্রতিনিধি, বরুড়া (কুমিল্লা)</u>

বরুড়ায় চলতি বোরো মৌসুমে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত নতুন উচ্চ ফলনশীল জাত ভিটামিন প্রোটিন ও জিংক সমৃদ্ধ বঙ্গবন্ধু ধান ১০০ এর আবাদ করে বাম্পার ফলন পেয়েছেন কৃষকেরা। কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, এ বছর চলতি বোরো মৌসুমে এ উপজেলার অন্যান্য জাতের ধানের আবাদের পাশাপাশি প্রায় ৫ হেক্টর পরিমাণ জমিতে কৃষকেরা ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত নতুন জাতের উচ্চ ফলনশীল জাত প্রোটিন ও জিংক সমৃদ্ধ বঙ্গবন্ধু ধান ১০০ এর আবাদ করেছেন। এছাড়া কৃষকদেরকে এ জাতের ধান চাষে উদ্বুদ্ধ করতে বোরো মৌসুমে পাঁচজন কৃষককের প্রত্যেককে ৫ কেজি করে বঙ্গবন্ধু ধান ১০০ এর বীজ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

উপজেলার পয়ালগাছা ইউনিয়নের পেড্ডা গ্রামের কৃষক দিবাকর আচার্য জানান, চলতি বোরো মৌসুমে তিনি তার ৬৬ শতক জমিতে উচ্চ ফলনশীল বঙ্গবন্ধু ধান ১০০ এর আবাদ করেছেন। এতে গন্ডা প্রতি (৬ শতক) তিনি ফলন পেয়েছেন চাল আকারে প্রায় ৩ মণ। আর হেক্টর প্রতি চাল আকারে ফলন পেয়েছেন প্রায় ৩.৯ মেট্রিক টন। এই বাম্পার ফলনে তিনি মহাখুশি।

এতে তিনি আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছেন তিনি। আগামীতেও তিনি এই ধানের আবাদ করবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। এ বিষয়ে উপজেলা কৃষি অফিসার মো. নজরুল ইসলাম বলেন, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর বিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত নতুন জাতের উচ্চ ফলনশীল বঙ্গবন্ধু ধান ১০০ এর আবাদ করে এখানকার কৃষকেরা বাম্পার ফলন পেয়েছেন। অন্য কৃষকেরাও এ জাতের ধানের ফলন দেখে খুশি হয়েছেন। আগামীতেও তারা এ জাতীয় ধানের আবাদ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এই ধানের বীজ সংরক্ষণের জন্য তিনি কৃষকদেরকে পরামর্শ প্রদান করেছেন বলে জানিয়েছেন।

যায়যায়দিন
১৯৮৪ থেকে
তারিখঃ ১০-০৫-২০২৩ (পৃঃ ১১)

বড়াইগ্রামে ব্রি-৮৯ ধানের ফলন বিঘায় ৩৩ মণ

■ নাটোর প্রতিনিধি

চলনবিল অধ্যুষিত নাটোরের বড়াইগ্রামে নতুন উদ্ভাবিত ব্রি-৮৯ ধানের ফলন হচ্ছে বিঘায় ৩৩ মণ। চারা রোপণ থেকে ১৩৮ দিন পর কৃষি বিভাগের স্থাপিত প্রদর্শনী খামারে শস্য কর্তন করে এই ফলন পাওয়া যায়। এ বছরই প্রথমবারের মতো কৃষক পর্যায়ে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত ব্রি-৮৯ ধানের বীজ অবমুক্ত করে চাষাবাদ করা হয়। এটা ব্রি-২৯ এর বিকল্প উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান।

গত সোমবার বিকালে উপজেলার জোনাইল ইউনিয়নের দ্বারিকুশি গ্রামে শস্য কর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ডক্টর শাহজাহান কবির। উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী অঞ্চলের উপ-পরিচালক শামসুল ওয়াদুদ, নাটোরের উপ-পরিচালক আব্দুল ওয়াদুদ, বড়াইগ্রামের উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ শারমীন সুলতানা, কৃষক মোজাফ্ফর হোসেনসহ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন স্তরের গবেষকগণ। ধান কাটার সময় এলাকার অসংখ্য কৃষক নতুন উদ্ভাবিত ধানের সঙ্গে পরিচিত হতে প্রদর্শনী খামারে ভিড় করেন।

কৃষক মোজাফ্ফর বলেন, ব্রি-৮৯ জাতের ধান থেকে সুগন্ধিযুক্ত সরু চাল হয়। যার চাহিদা হবে ব্যাপক। এ জাতের ধান চাষাবাদে খরচ অন্যান্য ফসলের চেয়ে বেশি নয়। বরং লাভজনক বলে মনে হচ্ছে। কারণ বাজারে এই ধানের দামও অন্যান্য ধানের চেয়ে একটু বেশি। ধানের মানও খুব ভালো। ভালো ফলন পেয়েছেন। আশপাশের কৃষকদের আগ্রহ অনেক। তাই ফলনের সবটাই বীজ আকারে সংরক্ষণ করবেন। পাশাপাশি আগামী বছর এ ধান চাষাবাদের পরিধি আরও বাড়াবেন।

বড়াইগ্রাম উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ শারমীন সুলতানা জানান, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত ব্রি-৮৯ ধান এবারই প্রথম কৃষক পর্যায়ে অবমুক্ত করে কৃষি বিভাগের তত্ত্বাবধানে চাষাবাদ করা হয়েছে। ৫ কেজি বীজে কৃষক এক বিঘা জমিতে চাষাবাদ করতে পারবে। ১৩৮ দিনের জীবনকালে ধান কাটা হয়। বিঘায় ফলন পাওয়া গেছে ৩৩ মণ। প্রদর্শনী খামারের শস্য কর্তনকালে উপস্থিত কৃষকের আগ্রহ দেখে কৃষি ভিাগ অভিভূত।

নাটোর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক কৃষিবিদ আব্দুল ওয়াদুদ বলেন, আগামীতে এ ধান জেলার অন্যান্য এলাকাতেও ছড়িয়ে যাবে। এ ব্যাপারে কৃষি বিভাগ কৃষকদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিয়ে যাবে।